নির্বাচনী মেনিফেস্টো '৯১

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

।।বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ শুধু একটি 'রাজনৈতিক' কিংবা 'ধর্মীয় সংস্কার বাদী' সংগঠন নয়, বরং ব্যাপক অর্থে এ একটি আদর্শবাদী দল। এ দল গোটা মানব জীবনের জন্যে ইসলামের ব্যাপক ও সর্বাত্মক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী এবং একে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যতঃ জারী করতে সংকল্পবদ্ধ। এ জামায়াত বা দলের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সার্বিক অশান্তির প্রকৃত কারণ হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব, রাসূলের নেতৃত্ব ও আখেরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি সম্পর্কে উদাসীনতা। দুনিয়ায় যখন যেখানে এবং যে ক্ষেত্রেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার মূলে এ বুনিয়াদী কারণটি ক্রিয়াশীল রয়েছে। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য , নবীর অনুসরণ এবং আখেরাতে জবাবদিহীর অনুভূতিকে জীবন ব্যবস্হার বুনিয়াদ রূপে গ্রহণ না করা পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সংস্কার ও কল্যাণ সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোন বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার কায়েমের যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, তা নতুন সমস্যা ও জুলুম অবিচারের রূপই পরিগ্রহ করবে।

২। এ জামায়াত কোন জাতীয়তাবাদী কিংবা আঞ্চলিকতাবাদী প্রতিষ্ঠান নয় বরং এর জীবনাদর্শ বিশ্বজনীন। গোটা মানব জাতির কল্যাণই এর লক্ষ্য। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ নিজেদের দেশকে ইসলামী জীবন ব্যবস্হার অনুকরণীয় আদর্শরূপে গড়ে তুলা না যাবে, যতক্ষণ এ মহান সত্যকে জীবনে অনুসরণ করে এর প্রতি ঈমানের দাবীর বাস্তব প্রমাণ দেয়া না হবে এবং যতক্ষণ নিজ দেশে একে অনুসরণ করার বাস্তব সুফল দেখানো না যাবে, ততক্ষণ দুনিয়াকে এর সত্যতায় বিশ্বাসী করে তোলা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

৩। এ জামায়াতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে মূলতঃ আল্লাহ, আখেরাত ও নবুয়তে বিশ্বাসী লোকের কোন অভাব নেই। বরং আসল অভাব এই যে, এখানকার অধিকাংশ জনগণ যে আদর্শে আস্হাশীল তা কার্যতঃ এখানে জারী নেই এবং দেশের গোটা জীবন ব্যবস্হা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই বাংলাদেশ দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের নিয়ামত, বরকত ও সুফল থেকে নিজে যেমন উপকৃত হচ্ছে না, তেমনি দুনিয়ার সামনেও ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারছে না ।

৪। জামায়াতে ইসলামী এই অভাব মোচন করার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করছে এবং করবে। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান বিস্তার, প্রাচীন ও নবীন জাহেলিয়াতের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীকরণ, দৈনন্দিন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকদের অবহিত করা এবং জনগণের চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচীর অপরিহার্য অংশ।

৫। বর্তমান যুগে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রের আওতাধীন থাকায় এবং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তার ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধন ব্যতীত যেমন লোকদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন হতে পারে না, তেমনি সমাজ জীবনেও ন্যায় বিচার কায়েম করা সম্ভব নয়। একটি কলুষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সকল সংস্কার ও সংশোধনের পথে সব চাইতে বড় বাধা হয়ে থাকে এবং কলুষ সৃষ্টিকারী সমস্ত ব্যক্তি ও উপায়-উপকরণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকামী, তারা অরাজনৈতিক পন্থায় আপন লক্ষ্যের জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ কিংবা অন্যকোন অনৈসলামী মতবাদের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে দেশের সকল উপায়-উপকরণ, আইন-কানুন ও গোটা প্রশাসন-শক্তিকে ব্যবহার করছে, তাদের হাতে রাষ্ট্রের চাবিকাঠি থাকা পর্যন্ত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬। তাই জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশকে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করা ঃ–

- যা কোরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুগত ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শের অনুসারী হবে এবং যেখানে ইসলামের মূলনীতি ও বিধি ব্যবস্থা পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হবে।
- যা অন্যায় ও দুস্কৃতি নির্মূল করবে, নেকি ও সুকৃতির বিকাশসাধন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করবে।

- যা জুলুম-অবিচার, শোষণ-পীড়ন, সন্ত্রাস ও নৈতিক উচ্ছৃংখলার উচ্ছেদ সাধন করবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার কায়েম করবে।
- যা হবে সত্যিকার অর্থে ন্যায় বিচার ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র- প্রতিটি নাগরিকের প্রয়োজন (অন্ন-বস্ত্র, বাসস্হান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করবে, প্রত্যেকের জান-মাল, মানবিক অধিকার ও ইজ্জত -আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা দান করবে, হালাল জীবিকার পথ উন্মুক্ত করে দিবে, হারাম উপার্জনের সকল পথ বন্ধ করবে, সমস্ত বৈধ উপায়ে দেশের সম্পদ বাড়াবে এবং সে সম্পদের ন্যায়সংগত বন্টনের ব্যবস্হা করবে।
- যা জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের পূর্বেই তাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করবে এবং ফরিয়াদ জানানোর পূর্বেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।
- যা প্রকৃতপক্ষে জনগণের শুভাকাংখী হবে এবং জনগণও তার শুভাকাংখী হবে, যেখানে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার পুরোপুরি নিরাপদ থাকবে।
- যা প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, যেখানে জনগণের স্বাধীন মতামত ও পছন্দ অনুযায়ী নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে এবং জনগণ যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে তাদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমেই সহজে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে।

এ হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই পরম কাম্য।

এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং সংস্কার-সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় ঃ

দেশ গড়ার মূলনীতি

দেশ ও জাতি গঠনের মৌলিক মূলনীতিমালার প্রশ্নে ঐকামতে পৌছতে পারলেই শৃধু বাদ-বিসম্বাদ ও দুন্দু-সংঘাত এড়িয়ে দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব। সুতরাং নিম্নলিখিত নীতিমালার প্রশ্নে সবাইকে ঐকামতে পৌছতে হবেঃ

(ক) ইসলাম বিরোধী কোন আদর্শ বা 'ইজম' চালু করার চেষ্টা বাংলাদেশের মৌলিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রয়াসের নামান্তর। (খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এদেশবাসীর দ্বীনি ও জাতীয় কর্তব্য। (গ) জনগণ যাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচিত করবেন, তারাই জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি এবং দেশের সরকার পরিচালনা করা তাদেরই কাজ। সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে নির্বাচিত সরকারের আনুগত্য করা। (ঘ) বাংলদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের আদর্শ ইসলামী জীবন পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের সংহতি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করবে না। (ঙ) যুক্তি সংগত আপত্তি ও সমালোচনার সীমা অতিক্রম করে কোন দল বা তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ অপর কোন দল বা তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অশালীন প্রচার চালাবেন না বা এমন কোন অপবাদ দেবেন না যার প্রমাণ পেশ করতে তারা অপারগ ।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

বাংলাদেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত সংশোধন আনা হবেঃ

(ক) কোরআন-সুন্নাহকে আইনের মূল উৎস ঘোষণা করা । (খ) শাসনতন্ত্রের সকল অনৈসলামী ধারাকে ইসলামী ধারায় পরিবর্তন করা। (গ) মৌলিক অধিকার ক্ষুন্নকারী সকল বিধি-নিষেধ রহিত করা এবং প্রত্যেককেই তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া। (ঘ) সামরিক কর্মচারীদেরকেও সুপ্রীমকোর্টে আপীলের সুযোগ দান। (ঙ) রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত সকল মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলার শপথ গ্রহণ করা।

আইনগত সংস্কার

জুলুম-পীড়ন বন্ধ করে সকল মানুষের উপর সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য দেশের আইন-কানুনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংস্কার আনা হবেঃ

(ক) ইসলামের যে সব বিধি-বিধান আইন হিসেবে রাষ্ট্রে চালু হওয়া দরকার, তা চালু করে সকল মানুষের মংগল নিশ্চিত করা। (খ) সংবাদপত্র ও জনগণের অবাধ মত প্রকাশের উপর অবাঞ্ছিত বিধি-নিষেধ রহিত করা। (গ) ন্যায় বিচার দ্রুত ও সহজ করার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন সংশোধন করা। (ঘ) বিনামূল্যে ইনসাফ নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে কোর্ট ফী তুলে দেয়া। (ঙ) পুলিশের অন্যায় ধরনের গ্রেফতার এবং গ্রেফতারের পর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পুলিশ এ্যাক্ট ও ফৌজদারী আইনে সংশোধন আনা। (ঙ) ইসলামের নৈতিক ও পারিবারিক নীতি-বিধানের প্রতিষ্ঠা করে নারী নির্যাতন ও চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজের পথ বন্ধ করা।

দেশের প্রতিরক্ষা

দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখতে এবং জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে সর্বদিক দিয়ে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হবে। সশস্ত্র বাহিনীকে এ চেতনায় এতটা উদ্বুদ্ধ করা হবে যাতে তারা এ জাতির আযাদীর জন্য জীবন দেয়াকে দুনিয়ার জন্য ইজ্জত ও আখেরাতের জন্য মুক্তির মাধ্যম মনে করে। এই সাথে মুসলিম জনগণের মধ্যে এই ইসলামী চেতনা জাগ্রত করা হবে যাতে তারা দেশ ও জনগণের আযাদীর জন্য হাসিমুখে শাহাদত বরণ করতে পারে। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সকল পুরুষের জন্য প্রতিরক্ষা ট্রেনিং এবং ১৮ থেকে ৩০ বছরের মেয়েদের জন্য আত্মরক্ষা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হবে।

সৎ নেতৃত্ব

আইন যতই ভালো হোক, শাসক অসৎ হলে আইনের অপ্রয়োগ হতে বাধ্য। দুর্নীতিবাজ শাসকের হাতে কল্যাণকর আইনও জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হয় । আজ জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সবচাইতে বড় কারণ হলো সৎ নেতৃত্বের অভাব । এই অভাব দূর করার জন্য সৎ লোকদের সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্ব গ্রাম পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রশাসনিক সংস্কার

আমাদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এখনও ঔপনিবেশিক কালের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) সরকারী, আধা সরকারী সকল দপ্তর থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে । উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের সম্পদ অবৈধভাবে বাড়ছে কিনা তার প্রতি নজর রাখা হবে। (খ) সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগের সময় তাদের যোগ্যতার পাশাপাশি তাদের চরিত্রের মানও যাচাই করা হবে। (গ) সার্ভিস একাডেমীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে খোদাভীরু ও সৎ অফিসার সৃষ্টির উপযুক্ত করে তৈরী করা হবে। (ঘ) জেলের যাবতীয় অসভ্য ও নির্মম বিধিকে ইসলামী বিধানের আলোকে পরিবর্তন এবং জেলখানাগুলোকে নৈতিক ও মানসিক সংশোধনের কেন্দ্রে পরিণত করা হবে ।(ঙ) সরকারী কর্মচারীদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা হবে । (চ) বিদেশী মিশনগুলোকে আদর্শ চরিত্র-ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধি করে গড়ে তোলা হবে।

আইন-শৃংখলা

আইন-শৃংখলা বজায় রাখা এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা হবে যাতে করে মানুষ বাধ্য হয়ে আইন-শৃংখলা ভংগ না করে। (খ) আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা হবে। (গ) আইন-শৃংখলা রক্ষা-ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের সৎ ও উন্নত চরিত্রের করে গড়ে তোলা হবে। (ঘ) ইসলাম নির্দেশিত শাস্তি ব্যবস্থার প্রর্বতন করা হবে।

শিক্ষা সংস্কার

আমাদের গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম জাতির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

(ক) সবার জন্যে সুশিক্ষা সহজ, সুলভ ও নিশ্চিত করা হবে। (খ) শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষার সন্নিবেশ করা হবে। (গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারের হার হ্রাস করা হবে। (ঘ) শিক্ষার সকল স্তরও বিভাগে সহাশিক্ষা বিলোপ করা হবে। (ঙ) শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। (চ) শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস ইসলামী নীতির আলোকে পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন করা হবে। (ছ) মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

সাংস্কৃতিক বিকাশ

দুনিয়ার সর্বত্র বস্তুবাদী জীবন দর্শন মানুষকে পাশবিক ভোগ-বিলাসে লিপ্ত করার জন্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের নামে এমন সব রীতি ও পদ্ধতি

চালু করেছে, যা নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের পক্ষে বিবেক সম্মত মনে করা অসম্ভব। এই অবসস্হার পরিবর্তন করা হবে। এ ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে নিম্নলিখিত দু'টি মূলনীতি ঃ

(ক) শিল্পের জন্য জীবন নয়, বরং জীবনের জন্য শিল্প এবং এ জীবন আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারি– সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালনায় এই দিক-দর্শন সামনে রাখা হবে। (খ) ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্হী নয় এমন সব শিল্প-কলার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ প্রসস্ত করা হবে এবং শিল্পীদেরকে নৈতিক দৃষ্টিতেও সমাজে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার সুযোগ দেয়া হবে।

ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার

মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্হার সংস্কার-সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচী গহণ করা হবেঃ

(ক) সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নামাজ, রোজা, জাকাত, ইত্যাদি ইসলামের অপরিহার্য বিধানাবলী কায়েম করা হবে। (খ) ওয়াকফ সম্পত্তি ও মসজিদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্হা করা হবে। (গ) আইন ও প্রশাসনের সমস্ত শক্তি এবং সরকারের সকল উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে সমাজকে অশ্লীলতা ও অনাচার থেকে রক্ষা এবং জনগণের চরিত্রের সংশোধন ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। (ঘ) পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে পতিতাদের পুনর্বাসন করা হবে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক প্রগতিশীল অর্থনীতির মানেই হলো, ইনসাফপূর্ণ ও শোষণহীন ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হলো, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ অপচয়কে সফলভাবে রোধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবিচার বর্জন করা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে মানুষের অর্থনৈতিক আযাদী খতম করার পুঁজিবাদী নীতি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক দাসত্ব কায়েমের সমাজতান্ত্রিক ফন্দী থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্যই ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানব রচিত বলেই ব্যক্তি ও সমাজের দাবীর সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহর রচিত বিধান ব্যতিত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা অসম্ভব।

বাংলাদেশে সুবিচারমূলক অর্থ ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত লক্ষ্য সমূহ অর্জন করাই অর্থনৈতিক সংস্কারের কাম্য ঃ–

১। ইসলামের যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কায়েম করা হবে।

২। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন (ভাত-কাপড়, বাসস্থান , চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণের ব্যবস্থা সরকারী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩। কর্মক্ষম সবাইকে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের যোগ্য বানান হবে।

৪। দেশের পুঁজি, কাঁচামাল, জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে উৎপাদন বাড়ান হবে।

৫। জাতীয় সম্পদের সুবিচারমূলক বন্টনের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে সম্পদ অল্প কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়।

৬। দেশের আর্থিক উন্নতির সুফল থেকে সকল নাগরিককে উপকৃত হবার সমান সুযোগ দেয়া হবে।

৭। ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

৮। শিল্পের মালিকানায় শ্রমিকদের অংশ দিয়ে পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ দূর করা হবে, যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয়।

৯। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে।

১০। সকল প্রকার অর্থনৈতিক জুলুম , অন্যায় ও শোষণের পথ বন্ধ করা হবে।

১১। হারাম উপায়ে উপার্জন করা ও হারাম পথে ব্যয় করার সকল সুযোগ বন্ধ করা হবে।

১২। দেশকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হবে।

এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিম্নরূপ সাতটি বড় বড় খাতে ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেকটির জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) চাষী ও কৃষি ঃ গার্হস্থ্য খাদ্য উৎপাদন- মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী, পশু পালন, দুগ্ধ ও শাকসব্জী উৎপাদন।

(খ) শিল্প ও বাণিজ্য

(গ) বৈদেশিক বাণিজ্য

(ঘ) শ্রমিক-মজুর ও স্বল্প বেতন ভোগী কর্মচারীদের অধিকার

(ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা

(চ) প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন

(ছ) জনসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার

(জ) অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্কার

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি। এ অধিকার যাতে প্রতিটি মানুষ লাভ করে এ জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) সহজ ও সুলভ চিকিৎসা সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুসারে ডাক্তারখানা ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হবে। (খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার তৈরি করা হবে, (গ) শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পয়ঃপ্রণালী চালু, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হবে।

মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ

মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে বিজাতীয় অপপ্রভাব থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবেঃ

(ক) সকল পর্যায় ও বিভাগে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গণ গড়ে তোলা হবে। (খ) শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে মেয়েদের জীবিকা উপার্জন ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। (গ) ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়েদেরকে সকল নির্যাতন থেকে রক্ষা করা হবে। (ঘ) মেয়েদের জন্য পৃথক 'বাস' এবং অন্যান্য যান বাহনে মেয়েদের জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। (ঙ) পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে পতিতাদের পুনর্বাসন করা হবে।

অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার অধীনে অমুসলিমদের নিম্নোক্ত অধিকার নিশ্চিত করা হবেঃ

(ক) অমুসলিমদের জন্য সকল আইনানুগ অধিকার নিশ্চিত করা হবে। তাদের জান-মাল, ইজ্জত ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সরকার পুরোপুরি দায়িত্বশীল থাকবে। (খ) তারা আপন সমাজ পরিচালনা ও সংশোধনের জন্য যে আইন চাইবে, অন্যান্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না হলে এবং তা রাষ্ট্রের মৌলিক আইনের পরিপন্থী না হলে, তা প্রণয়ন ও কার্যকর করা হবে।

বৈদেশিক নীতি

স্বাধীনতা সংরক্ষণ , জাতীয় উন্নতি ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা হবে:

(ক) বৈদেশিক সম্পর্ক ও কার্যক্রমে ইসলামী নীতিবোধের প্রতিফলন ঘটানো হবে। (খ) সকল জাতি ও দেশ যেন স্বাধীনভাবে উন্নতির অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং বিশ্ব-শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা হবে। (গ) সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলোর হাত থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করা ও রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। (ঘ) দুনিয়ার নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্তির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা হবে। (ঙ) ফারাক্কা বাঁধ সমস্যাসহ ভারতের সাথে বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা হবে। (চ) বিশ্ব মুসলিম ঐক্য অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা হবে।